



জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-২৮১

তারিখঃ ০৩ জুলাই, ২০২৪

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ

গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত “নববধূর ‘ইজ্জতের মূল্য’ সোয়া লাখ থেকে কমে ৩০ হাজার টাকা” শীর্ষক সংবাদটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ (সুয়োমটো) গ্রহণ করেছে। কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা স্বাক্ষরিত সুয়োমটোর বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হলোঃ

সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, গ্রাম্য সালিশে প্রথমে এক নববধূর (১৯) ইজ্জতের মূল্য ধরা হয় এক লাখ ২৫ হাজার টাকা! এর পর তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৩০ হাজার টাকায়। তারপরও অভিযুক্তের পরিবার প্রভাবশালী হওয়ায় দুই দফায় গ্রাম্য সালিশ বৈঠক হলেও জরিমানার একটি টাকাও দেওয়া হয়নি নববধূর পরিবারকে। নড়াইলের কালিয়া উপজেলার চাঁচুড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত বখাটে আহাদ মোল্যা (৩৫) উপজেলার চাঁচুড়ী গ্রামের বাসিন্দা মোশারফ হোসেন মোল্যার ও রানা মুসাল্লী ওরফে ফেলা (৩০) একই গ্রামের মহিদুল মুসাল্লীর ছেলে। লিখিত অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২২ জুন বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চাঁচুড়ী বিল এলাকায় মৎস্য ঘেরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে বের হন এক নববধূ। এ সময় ওই মৎস্য ঘেরে উপজেলার চাঁচুড়ী গ্রামের চিহ্নিত বখাটে ও মাদকাসক্ত আহাদ মোল্যা ও একই গ্রামের রানা মুসাল্লী ওরফে ফেলা ভুক্তভোগী নারীর স্বামীর ওপর হামলা করে। তাঁকে ধরে দূরে নিয়ে আটকে রেখে মারধর করে ও হত্যার হুমকি দেয়। পরে আহাদ মোল্যা ওই নারীকেও চড়-থাপ্পড় মেরে শ্লীলতাহানি করে ও জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। সঙ্গে থাকা স্বর্ণালংকার, আইফোন ও নগদ কিছু টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ওইদিন রাতেই ভুক্তভোগী নারীর স্বামী বাদী হয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আহাদ মোল্যা ও রানা মুসাল্লীকে অভিযুক্ত করে কালিয়া থানায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন। তবে রহস্যজনক কারণে ঘটনার প্রায় ৯দিন অতিবাহিত হলেও এখনো অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি বলে ভুক্তভোগীর পরিবার জানায়। এদিকে ঘটনার দুইদিন পর ২৪ জুন রাতে চাঁচুড়ী গ্রামের উত্তর পাড়ার বাসিন্দা ফসিয়ার রহমান শেখের বাড়িতে প্রথম দফার গ্রাম্য সালিশে এক লাখ ২৫ হাজার টাকায় ঘটনাটি খামাচাপা দেওয়া চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই গ্রাম্য সালিশে প্রতিপক্ষের সালিশদার চাঁচুড়ী পুরুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অভিযুক্ত আহাদ মোল্যার বড় ভাই প্রভাবশালী মো. আশরাফুল ইসলাম জরিমানার টাকার পরিমাণ বেশি হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করায় বিষয়টি মীমাংসা করতে পুনরায় কৃষ্ণপুর-ডহর চাঁচুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ডাকা সালিশে সাবেক চাঁচুড়ী ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা, চাঁচুড়ী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি নাজির হোসেন মোল্যা, কালিয়া উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মরত ইউনিয়ন সমাজকর্মী ও স্থানীয় মাতব্বর হারুন অর রশীদসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে নববধূর ইজ্জতের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা হয় ৩০ হাজার টাকা! কিন্তু ভুক্তভোগী নারীর পরিবার সালিশের এ রায় প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ২য় দফায় সালিশি বৈঠক করেও বিষয়টি মীমাংসায় ব্যর্থ হন স্থানীয়রা। এ প্রসঙ্গে কালিয়া থানার ওসি খন্দকার শামীম উদ্দিন বলেন, চাঁচুড়ী বিল এলাকায় মৎস্য ঘেরে মারধর করে শ্লীলতাহানির ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ভুক্তভোগী গৃহবধূর স্বামী দুইজনকে আসামি করে থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও তারা আর কোনো যোগাযোগ করেনি।

গৃহীত সুয়োমটো আদেশে উল্লেখ রয়েছে, সংবাদ প্রতিবেদনে বর্ণিত শ্লীলতাহানি ও জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্ঠা সংক্রান্ত অভিযোগটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯(৪) ধারার অপরাধ এবং উক্ত অপরাধটি ধারা ১৯ অনুযায়ী আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য ও অ-আপসযোগ্য। ভুক্তভোগী গৃহবধূর স্বামী দুইজনকে আসামি করে থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। তাছাড়া অপরাধটি অ-আপসযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কালিয়া উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মরত ইউনিয়ন সমাজকর্মী জনাব হারুন অর রশীদসহ স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক দুই দফা গ্রাম্য সালিশে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্ঠা বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের সামিল। উক্ত অভিযোগের বিষয়গুলোর নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে।

এ অবস্থায়,

(ক) ধর্তব্য অপরাধে ভুক্তভোগী গৃহবধূর স্বামী কর্তৃক থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও পুলিশ কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগটি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ১৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখের মধ্যে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করতে পুলিশ সুপার, নড়াইল-কে বলা হয়েছে। অবগতির জন্য আদেশের অনুলিপি পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এবং সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) শ্লীলতাহানি ও জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্ঠার মতো গুরুতর অ-আপসযোগ্য অপরাধের বিষয়টি একজন সরকারি কর্মচারী হয়েও কালিয়া উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মরত ইউনিয়ন সমাজকর্মী জনাব হারুন অর রশীদের উপস্থিতিতে সালিশে মীমাংসার চেষ্ঠা করা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টি তদন্তপূর্বক আগামী ১৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর-কে বলা হয়েছে।

আদেশের অনুলিপি জেলা প্রশাসক এবং জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি, নড়াইল বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে

স্বাক্ষরিত/-

ইউশা রহমান

জনসংযোগ কর্মকর্তা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

eusha.rahman22@gmail.com